গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২৯৫৬০৮৪৩
ই-মেইল :info@lc.gov.bd
ওয়েব :www.lc.gov.bd

আদালত কর্তৃক তথ্য - প্রযুক্তি ব্যবহার বিল ২০২০ প্রসঙ্গে আইন কমিশনের মতামত ও সুপারিশ

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং ইউনিট এর স্মারক: ১১.০০.০০০০.৮৬৮.০৬.০০৩.১৯-৩১ তারিখ- ২৪.০৬.২০২০।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির আগামী ১১ তম বৈঠকে *আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার বিল ২০২০* এর উপর মতামত প্রদানের জন্য আইন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই প্রেক্ষিতে *আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার বিল ২০২০* সম্পর্কে আইন কমিশনের লিখিত মতামত ও সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো।

বিলের সাধারণ পর্যালোচনা:

আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার বিল ২০২০ মূলত বিগত ০৯ মে ২০২০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদের আওতায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারীকৃত *আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ ২০২০* টি উক্ত অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিলের ক্রমানুগ পর্যালোচনা নিম্নরুপ :

১. বিলের উত্থাপনীয় বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে:

> মামলার বিচার (trial), বিচারিক অনুসন্ধান (inquiry), বা দরখাস্ত বা আপীল শুনানি, বা সাক্ষ্য (evidence) গ্রহণ, বা যুক্তিতর্ক (argument) গ্রহণ, বা আদেশ (order) বা রায় (judgment) প্রদানকালে পক্ষগণের ভার্চুয়াল উপস্থিতি নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে আদালতকে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা প্রদানের নিমিত্ত বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে আনীত

এবং বিলের প্রারম্ভিকে বলা হয়েছে যে,

যেহেতু মামলার বিচার (trial), বিচারিক অনুসন্ধান (inquiry), বা দরখাস্ত বা আপীল শুনানি, বা সাক্ষ্য (evidence) গ্রহণ, বা যুক্তিতর্ক (argument) গ্রহণ, বা আদেশ (order) বা রায় (judgment) প্রদানকালে পক্ষগণের ভার্চুয়াল উপস্থিতি নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে আদালতকে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা প্রদানের নিমিত্ত বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল :—

এই উভয়স্থানে ১. মামলার বিচার, ২. বিচারিক অনুসন্ধান, ৩. দরখাস্ত, ৪. আপীল শুনানী, ৫.সাক্ষ্য গ্রহণ, ৬. যুক্তিতর্ক গ্রহণ, ৭. আদেশ বা রায় প্রদানকালে অর্থাৎ এই ০৭টি অবস্থায় *"পক্ষগণের ভার্চুয়াল উপস্থিতি নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে"* আইনটি প্রনীত হতে যাচ্ছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে *উপস্থিতি নিশ্চিত করিবার* জন্য নয় বরং *উপস্থিতি আইন সম্মত করিবার* জন্য হওয়াটাই যথাযথ এবং যুক্তিসঙ্গত।

সুতরাং, এখানে *ভার্চুয়াল উপস্থিতি আইন সম্মত করিবার* অন্তর্ভূক্ত করা সমীচীন হবে।

এছাড়া যে ৭টি বিষয়ে ভার্চুয়াল উপস্থিতি আইন সম্মত করা হচ্ছে তারমধ্যে নতুন মামলা দায়ের (new filing) অন্তর্ভূক্ত নেই। কিন্তু ইতোমধ্যে বিগত ০৭ জুন ২০২০ তারিখে The Negotiable Instruments Act,1881, দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা ও আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে আইনে সুনির্দ্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা আছে এবং এর ৫ ধারার বিধান প্রযোজ্য নয় সেসব মামলা বা আপীলের ফাইলিং ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যার বৈধতা পরবর্তী সময়ে চ্যালেঞ্জ করা হলে নতুন আইনী জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

সুতরাং, ঐ ৭টি বিষয়ের সাথে নতুন মামলা দায়ের (new filing) অন্তর্ভূক্ত করা সমীচীন হবে।

একইভাবে, বিলের উত্থাপনীয় অনুচ্ছেদে এবং বিলের প্রারম্ভিকে "আদালতকে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষমতা প্রদানের নিমিত্ত" কথা গুলোর উল্লেখ আছে। এখানেও ক্ষমতা প্রদানের চাইতে 'ব্যবহারের বৈধতা প্রদানের বা আইন সম্মতকরণের ' হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত এবং যথাযথ।

সুতরাং, এখানে "আদালতকে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের বৈধতা প্রদানের বা আইন সম্মতকরণের' অন্তর্ভূক্ত করা সমীচীন হবে।

২. বিলের সংজ্ঞার অর্থাৎ ২(ক) ও (খ) ধারায় যথাক্রমে 'আইন' ও 'আদালত' এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। যা নিম্নরুপ:

(ক) "আইন" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২ তে সংজ্ঞায়িত অর্থে আইন;

(খ) "আদালত" অর্থ সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগ বা হাইকোর্ট বিভাগসহ সকল অধস্তন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল;

লক্ষণীয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে 'আইন' এবং 'আদালত' উভয়টি সংজ্ঞায়িত আছে। অথচ এখানে 'আইন' এর সংজ্ঞা সংবিধান থেকে গ্রহণ করা হলেও 'আদালত' এর সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয়নি। একই আইনে দুই রকম প্রয়োগ দৃষ্টিকটু এবং অপ্রত্যাশীত।

সুতরাং, 'আদালত' এর সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদ অন্তর্ভূক্ত করা সমীচীন ও যথাযথ হবে।

৩. ২(গ) ও (ঘ) ধারায় দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। ৩(২) ও ৪ ধারায়ও আইন দুইটির উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশের বিচার কার্যক্রমের সাথে এই আইন দুইটির সাথে, বিশেষত সাক্ষ্য ও সাক্ষী সংক্রান্ত বিষয়ে The Evidence Act, 1872 (Act NO. I of 1872) ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই এই দুই ধারায় সাক্ষ্য আইন তথা যুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

সুতরাং, ২ ও ৪ ধারায় The Evidence Act, 1872 (Act NO. I of 1872) যুক্ত করা সমীচীন হবে।

৪. ২(ঙ) ধারায় "ভার্চুয়াল উপস্থিতি"র সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। যা নিম্নরুপ :

(ঙ) "ভার্চুয়াল উপস্থিতি" অর্থ অডিও-ভিডিও বা অনুরূপ অন্য কোনো ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির আদালতের বিচার বিভাগীয় কার্যধারায় উপস্থিত থাকা বা অংশগ্রহণ।

এখানে 'উপস্থিত থাকা' বা 'অংশগ্রহণ' দুটো পৃথক করা হয়েছে। কিন্তু বিচার বিভাগীয় কার্যধারায় কোন ব্যক্তির অংশগ্রহণ ব্যতিত কেবল উপস্থিত থাকার কোন সুযোগ নেই। এমতাবস্থায় সংজ্ঞাটি নিম্নরুপ পুনঃবিন্যাস করা যেতে পারে:

(ঙ) "ভার্চুয়াল উপস্থিতি" অর্থ অডিও-ভিডিও বা অনুরূপ অন্য কোনো ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির আদালতের বিচার বিভাগীয় কার্যধারায় উপস্থিত থাকার দ্বারা অংশগ্রহণ।

৫. বিলের ৩ ধারার শিরোনামে ' আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষমতা" উল্লেখ আছে। এই ক্ষেত্রে 'ক্ষমতা' শব্দটি বাদ দেয়াই যুক্তিসঙ্গত। কারণ জাতীয় সংসদ মূলত

আদালতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার করার বৈধতা প্রদান করছে অর্থাৎ আইনগত সুরক্ষা প্রদান করছে। আদালত যদি বিচার কার্যক্রমে 'তথ্য-প্রযুক্তি' ব্যবহার করে তবে সেটা আইনত বৈধ হবে। এখানে 'ক্ষমতা' শব্দটি ব্যবহার না করাই যুক্তিযুক্ত।

সুতরাং, ৩ ধারার শিরোনাম 'আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা' হওয়াই সমীচীন।

৬. ৩ ধারার বিবরণে ' প্রাকটিস নির্দেশনা' শব্দটির ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও ৫ধারায় এই শব্দ দুটির উল্লেখ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মূলত ইংরেজি শব্দ Practice Direction এর বাংলা করা হয়েছে 'প্রাকটিস নির্দেশনা'। বিদেশী শব্দের বাংলাভাষায় ব্যবহারের প্রচলন থাকলেও যেক্ষেত্রে যুৎসই বাংলা শব্দ আছে সেখানে অহেতুক বিদেশী শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়। তাছাড়া 'প্রাকটিস নির্দেশনা'। Practice Direction এর বাংলা হতে পারে 'ব্যবহারিক নির্দেশনা' বা 'কর্ম নির্দেশনা' বা 'কার্য নির্দেশনা' বা 'অনুসরণীয় নির্দেশনা'। এতগুলো সুন্দর বিকল্প থাকা সত্ত্বেও অহেতুক বিদেশী শব্দের প্রয়োগ সমীচীন নয়। এই ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দগুলো ব্যাকেটে দেয়ো যেতে পারে। যেমন : 'ব্যবহারিক নির্দেশনা (Practice Direction)' বা 'কর্ম নির্দেশনা (Practice Direction)' বা 'কার্য নির্দেশনা(Practice Direction)' বা 'অনুসরণীয় নির্দেশনা (Practice Direction)'।

সুতরাং, ৩ ও ৫ ধারাসহ যেসব স্থানে 'প্রাকটিস নির্দেশনা' শব্দ দুইটি আছে সেসব স্থানে 'ব্যবহারিক নির্দেশনা (Practice Direction)' বা 'কর্ম নির্দেশনা (Practice Direction)' বা 'কার্য নির্দেশনা(Practice Direction)' বা 'অনুসরণীয় নির্দেশনা (Practice Direction)' এর যে কোনো একটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭. ৪ ধারায় 'বাধ্যবাদকতার' লেখা হয়েছে। শুদ্ধ বানান হলো 'বাধ্যবাধকতার'। শুদ্ধ বানানটি ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন।

৮. ৫ ধারায় 'সময় সময়' শব্দ দুইটির ব্যবহার করা হয়েছে।

৫। প্রাকটিস নির্দেশনা জারির ক্ষমতা।—ধারা ৩ ও ৪ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগ বা, ক্ষেত্রমত, হাইকোর্ট বিভাগ, সময় সময়, প্রাকটিস নির্দেশনা (বিশেষ বা সাধারণ) জারি করিতে পারিবে।

মূলত, এটি ইংরেজি time to time এর আক্ষরিক অনুবাদ। যা এই ধারার মূলভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বরং 'সময় সময়' এর পরিবর্তে 'প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন সময়ে' ব্যবহার করাই যথার্থ।

সুতরাং, ৫ ধারায় 'সময় সময়' এর পরিবর্তে 'প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন সময়ে' শব্দগুলো ব্যবহার করা সমীচীন হবে।

৯. ৬ ধারার পরে 'ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ" সংক্রান্ত একটি নতুন ধারা যুক্ত করা আবশ্যক।

১০. 'উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি' এর ১,৩,ও ৪ অনুচ্ছেদের মর্মানুসারে এই আইন কেবল COVID-19 মহামারীর সময়ের জন্য প্রয়োগযোগ্য প্রতীয়মান হয়। অন্য স্বাভাবিক সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। এছাড়া বিলের 'উত্থাপনীয়' অনুচ্ছেদে এবং বিলের প্রারম্ভিকে (Preamble) কিংবা সমগ্র বিলের কোথাও COVID-19 মহামারীর সময়ের জন্য প্রয়োগযোগ্য মর্মে উল্লেখ নেই। 'উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি' এর সাথে বিলের প্রারম্ভিক (Preamble) এর কোনো যোগসূত্র না থাকার কারণে ভবিষ্যতে আইনটির বৈধতা চ্যালেঞ্জের আশঙ্কা থেকে যাবে।

সামগ্রিক বিবেচনায়, উত্থাপিত বিলটির মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টকে 'ব্যবহারিক নির্দেশনা (Practice Direction)' জারির মাধ্যমে 'আদালতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার' করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আদালতে বিচার কার্যক্রমে 'তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার' সম্পূর্ণভাবে কার্যবিধি তথা procedural law এর অন্তর্ভূক্ত। যা সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমে বিশ্বের সব দেশেই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে প্রচলিত দেওয়ানি-ফৌজদারি কার্যবিধি এবং সাক্ষ্য আইন সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন। সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন সময়ে (সময় সময়) জারিকৃত নির্দেশনা কোনভাবেই সংসদ প্রণীত আইনের বিকল্প হতে পারে না।

আইন কমিশন আদালতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বিচার কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে, বিভিন্ন অংশীজনের অনুরোধে সর্বোপরি বিগত ২০১৭ সালে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আইন প্রনয়ণসহ প্রয়োজনীয় উদ্যেগ গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর এই নির্দেশনা মূলক বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আইন কমিশন 'সাক্ষ্য ও বিচার কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার আইন' এর খসড়া ২০১৭ সালেই প্রনয়ণ করে (আইনের খসড়া কপি এতদসঙ্গে সংযুক্ত)। এ খসড়া প্রণয়নের পূর্বে আইন কমিশন এর সাথে সর্ম্পকিত দেশের কতক প্রচলিত আইনসমূহ যেমন

i. The Evidence Act, 1872 (Act No. 1 of 1872),
ii. Code of Criminal Procedure, 1898, (Act NO.5 of 1898),
iii. Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. 5 of 1908),
iv. Criminal Rules and Orders,
v. Civil Rules and Orders,
vi. Jail Code
vii. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন,২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ সং আইন)

সমূহ পর্যালোচনা করেছে। তাছাড়া এ সংক্রান্ত বিভিন্ন দেশের আইনসমূহ বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, বেলিজ, কানাডা, যুক্তরাজ্য এর আইনসমূহ পর্যালোচনা করেছে। এ বিষয়ে দেশীয় ও বিদেশী গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের সাথে ও মতবিনিময় করেছে।

খসড়া প্রণয়নের পরে কমিশন বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ জেলার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসন, আইনজীবী সমিতি, সিভিল সার্জন, জেলা রেজিষ্ট্রার ও সাবরেজিষ্ট্রার, কারা কর্তৃপক্ষ এবং মানবাধিকার কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে মতামত সংগ্রহ করেছে। একই সাথে জেলাস্থ কারাগার ও রেজিষ্ট্রি অফিসসমূহ পরিদর্শন করেছে। ঢাকায় পুলিশ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশিষ্ট আইনজীবী, অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞদের সাথে একাধিক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে মূল্যবান মতামত সংগ্রহ করেছে।

ই ফাইলিং সহ আদালতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার সর্ম্পকে প্রত্যক্ষ ধারণা লাভের জন্য কমিশন বিগত মার্চ ২০২০ এ যুক্তরাজ্য সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাস মহামারীর প্রাদুর্ভাবের কারণে সফরের পরিকল্পনা স্থগিত করা হয়েছে।

কমিশনের সুপারিশ:

১. যেহেতু বর্তমান বিলটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সেহেতু কমিশনের উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োযোজন সাপেক্ষে স্বল্প মেয়াদের জন্য আইন হিসেবে প্রণয়ন করা যেতে পারে।

২. আইন কমিশন কর্তৃক খসড়াকৃত 'সাক্ষ্য ও বিচার কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার আইন,২০২০' এর ভিত্তিতে একটি পৃথক আইন প্রণয়নের উদ্যেগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(স্বাক্ষরিত)
২৮.০৬.২০২০
(বিচারপতি এ. টি. এম. ফজলে কবীর)
সদস্য
আইন কমিশন

(স্বাক্ষরিত)
২৮.০৬.২০২০
(বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক)
চেয়ারম্যান
আইন কমিশন